একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা

ভালো থেকো নন্দিতা

নাসির আহমেদ কাবুল

জলছবি প্রকাশন

ভালো থেকো নন্দিতা
নাসির আহমেদ কাবুল

স্বত্ব
হোসনে আরা আহমেদ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসিরউদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, ব্লক-বি, শেখেরটেক
আদাবর, ঢাকা-১২০৭

Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-94525-6-0

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান
মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Author

Valo Theko Nandita, Written by **Nasir Ahmed Kabul**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020.

Price Taka 200, US $ 5

উৎসর্গ

একুশে পদকপ্রাপ্ত ছড়ার জাদুকর
লুৎফর রহমান রিটন
প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

কবিতার প্রতি আমার অনুরাগ নতুন কিছু নয়। সেই শিশুকালে টিনের চালে যখন বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ শুনতাম, যখন আকাশ ভারী করা মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমকে শিহরিত হতাম, সেই সময়ে স্কুলের পথে যেতে, খেলার মাঠে এমন কী পড়ার টেবিলে বসে 'বৃষ্টি পড়ে রিমঝিমিয়ে/ টিনের চালে গাছের ডালে/বৃষ্টি পড়ে হাওয়ার তালে...' কবিতাটি পড়তাম আমি। কখনও মন-মনে, আবার কখনও আবৃত্তির ছলে। এই শুরু। তারপর কত যে কবিতা, ছড়া, গান ভালো লেগেছে তার বর্ণনা করতে গেলে লেখাটা বেশ বড় হয়ে যাবে।

মধ্যবিত্তের আট ভাই-বোনের সংসারে বেড়ে ওঠা ও লেখাপাড়া আমার। গ্রামের পাঁচঘর স্বচ্ছল পরিবারের মধ্যেও কখনও কখনও অভাব-অনটনকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে নির্মমভাবে। সামান্য জমিজমা ছাড়াও ব্যাংকে বাবার চাকরির সুবাদে আমাদের ভাইবোনদের জীবন সহজ ছিল বলা গেলেও যে বছর মাঠের ফসল মাঠেই মারা যেত, সে বছর দুর্ভোগের চিত্র ফুটে উঠত বাবা-মায়ের অবয়বে। যদিও তাঁরা তা ধরা দিতেন না। কিন্তু আমার চোখ এড়াত না কোনোকিছু। তাইতো রান্নাঘরে মায়ের জন্য কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কি না, খেতে বসার এক ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে দেখে আসতাম হুট্ করে।

শিশুকাল থেকে যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি–সবই আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। অন্যের কষ্টের কষ্ট পাওয়া, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হওয়ার মধ্যে যে স্বস্তি, যে ভালোলাগা থাকে তার সবকিছুই আমার রয়েছে। আমার তাই মনে হয়, কবিতার প্রতি আমার এত যে প্রেম-অনুরাগ, সে আমার কোমল মনের জন্যই। জীবনের চড়াই-উৎরাই সবার জীবনেই থাকে। আমিও ব্যতিক্রম নই। সেসব দুঃসময়ে-দুর্বিপাকের জীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে। তবে কবিতাকে ত্যাগ করিনি কখনও। একটি কবিতার বই কেনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দু-তিন রাত ডাইনিং রুমে না গিয়ে শুধু এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম!

কবিতা আমার কাছে সন্তানের মতো। কবিতা যেন আমার হৃৎপিণ্ড। কবিতা যেন আমার ধমনিতে প্রবহমান রক্তধারা। একে অস্বীকার করতে পারি না বলে নাগরিক ব্যস্ততার মধ্যে, অফিসে কাজের ফাঁকে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হই। সেসব কবিতা কম পাঠকের সামনে তুলে ধরতে যেটুকু আনন্দ পাই, তা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের মধ্যে পড়ে। আমার কেন যেন মনে হয় কবিতা ঈশ্বর লিখিয়ে নেন কারও না কারো হাত দিয়ে। কবিদের আমি ঈশ্বরের দূত মনে করি। পাঠকদের প্রতিও আমার সম্মান অপরিসীম।

নাসির আহমেদ কাবুল
ঢাকা-২২ জানুয়ারি, ২০২০
nasirahmedkabul@gmail.com

সূচিপত্র

কবিতাগুলো তোমার জন্য	৯	৩৮	লাল গোলাপটা কার জন্য
তোমাকে কত কী যে বলার আছে	১০	৩৯	ডেকো না কখনও আর
তোমাকে খুঁজে ফিরি	১১	৪০	অসভ্যতা
তখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি	১২	৪১	নন্দিতা গো
নন্দিতার জন্য আশীর্বাদ	১৩	৪২	তুমি আমার কবিতা মানবী
ভালো থেকো নন্দিতা	১৪	৪৪	আজ কবির মন খারাপের দিন
আমি ও আমার কবিতা	১৫	৪৫	না, যেয়ো না
দুঃখ মানেই কবিতার উৎসব	১৬	৪৬	তুমি যখন জানতে চাও
কফি হাউসে এসো একদিন	১৭	৪৭	আফসোস
একটি লতানো গাছ	১৮	৪৮	স্বপ্ন আমার
অভিমানের আরেক নাম ভালোবাসা	১৯	৪৯	তুমি সাড়া দাওনি
বিদঘুটে অন্ধকার একটি দিন	২০	৫০	দশ মিনিট
যদি আরও একটু বেসামাল হই	২১	৫১	উল্টো রথ
কেউ আর ডেকো না আমায়	২২	৫২	শেষ বিকেলের সঙ্গীত
বদলে যাচ্ছি একটু একটু করে	২৩	৫৩	সেদিন তুমি ছিলে বলে
বৃষ্টি ভালো	২৪	৫৪	আজ আমার মন ভালো নেই
কথা দিলাম	২৫	৫৫	আজ বসন্তের প্রথম দিন
দুষ্টু তুই	২৬	৫৬	শাহবাগের লাল সিগন্যাল
যাযাবর ভাবনা	২৭	৫৭	এইসব যাযাবর দিনে
দুঃখ ভালোবাসার বিবর্ণ বাসর	২৮	৫৮	কোথাও আমি নেই
একটি বসন্ত গোধূলি	২৯	৫৯	সেই তুমি আছ আগের মতন
এসো বৃষ্টির জলে ভিজি	৩১	৬০	তোমার চোখ দুটি আমাকে দাও
আমি কখনও গুডবাই বলি না	৩২	৬১	তুমি আমার একান্ত একজন
যদি ভালো না বসো	৩৩	৬২	সমর্পণ
কেন তাকাও চুপি চুপি অন্যজনে	৩৫	৬৩	কী চাই, কী চাই না
নিঃসঙ্গতার আগুন	৩৬	৬৪	ব্যতিক্রম
আমার কিছুতেই অধিকার নেই	৩৭		

কবিতাগুলো তোমার জন্যে

নির্ঘুম রাত জেগে থাকার গল্প শোনাতে পারব না তোমাকে আর,
বর্ষায় কদম ফোটার আনন্দ ভাগাভাগির সময়ও
ফিরে আসবে না আর কোনোদিন;
পদ্মপাতার জল-টলমল চোখে অভিমান থিতু হবে না কখনও আর,
হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয়ার ইচ্ছেগুলো মন খারাপ করা
অন্ধকারে ডুবসাঁতার দেবে যখন, তখন
কবিতাগুলো তোমার হবে।

এক-একটি কবিতা হাজার মণের দীর্ঘশ্বাসের পাহাড় হয়ে
তোমার বুকে আছড়ে পড়বে একদিন,
সেইদিন তুমি কুহকের অরণ্য ভেদ করে জোছনার জলে
অবগাহন করবে–কবিতার প্রতিটি শব্দ-প্রতিশব্দ-উপমা-রূপক
তোমার আঁচলে ঠাঁই পাবে– আর তুমি
অভিধানের পাতায় পাতায় আমাকেই দেখবে যখন,
তখনই কবিতাগুলো তোমার হবে।

কবিতার জন্য চাই সফেদ আকাশ, সোনালি চাঁদের হাসি,
ঝিরঝির বৃষ্টি, মুগ্ধ বাতাসে ঝিঁঝির উৎসব,
ঘাসের ডগায় রুপালি সকাল–
পাখির ঠোঁটে বারোয়ারি কীর্তন...

এখন বারবেলা, কালবেলা–মন খারাপ করা মজাপুকুরে
অভিমানী জোছনার ডুবসাঁতার, কার যেন সখের নোলক
দুর্বাঘাসে মৃত্যুবিছানায় গড়াগড়ি খায়–
ইচ্ছের পানশি মাঝ নদীতে টালমাটাল,
এমন অসময়ে কবিতাগুলো তোমার জন্য নয়–
আমিও কেউ নই তোমার।

পুরানা পল্টন, ঢাকা
৩ জুলাই, ২০১৮

তোমাকে কত কী বলার আছে

আজ এই ফাল্গুনে যখন বিরহী কোকিলের আর্তনাদে
রমনার বাতাস কাঁদে অলক্ষ্যে, তখন কে যেন
হেঁটে চলে যায় নিঃশব্দে,
তখন আমার বারোয়ারি সুখ গলে পড়ে মোমের মতোন।

জেগে উঠি সবুজ পাতার মতো একাকী,
তাকিয়ে দেখি নবীন কিশলয় থেকে উঁকি দেয়া
ঘুমন্ত কোনো ফুলের কোরক, চোখে তখন দারুণ তৃষ্ণা–
সেই ছেলেবেলায় প্রথমবার তোমাকে দেখার মতো!

আজ এই ফাল্গুনে-কোকিলের আর্তনাদের দারুণ দিনে
তোমাকে খুব মনে পড়েছে আমার, চোখে অস্থির তৃষ্ণা
নিয়ে পাতার বনে খুঁজে ফিরছি একটি মোহন সকাল
প্রথম প্রহরে রজনীগন্ধার মতো বিষণ্ন বিমূর্ত অনুরাগে।

আজ খুব ইচ্ছে করে ডেকে বলি কোকিলের মতো করে
আমার চোখ গেছে–হৃদয় বনে আজ এসেছে ফাল্গুন,
দাবানলের মতো জ্বলছে পলাশের রঙ, শিমুলের লাল;
এই সময়ে তোমাকে কত কী যে বলার আছে আমার!

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
বাসস, পুরানা পল্টন

তোমাকে খুঁজে ফিরি

আজ কতদিন জানালায় জোছনার উচ্ছ্বাস নেই, বসন্ত বাতাসে
কেবলই মর্মান্তুদ বিলাপ শুনি, সেতারের তার বেসুরে কাঁদে,
মেঘের পাহাড় জমে বুকের গহিনে; দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে-কেঁপে ওঠে
শুকনো পাতা—এমন নির্জীব জীবন আমার যখন, তোমাকে
পাই না খুঁজে, কোথাও পড়ে না তোমার ছায়া! অথচ
তুমি ছিলে একদিন রাতের আকাশে তারার মিছিল
অন্ধকারে সকালের রোদ্দুর;
সেসব এখন স্মৃতি–শুধুই কষ্টের পাহাড়!

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের করিডোরে তোমার পায়ের শব্দ শুনে
জেগে উঠি ব্যাকুল তৃষ্ণা—নিক্কণ শুনি চেতনার ক্যাসেটে,
ছায়াচিত্র দেখি তোমার, দাঁড়াও প্রতিদিন, বাড়াও দুই হাত
আমি ছুটে যাই–ছুটে যাই ছুঁয়ে দেয়ার তীব্র বাসনায়, অলক্ষ্যে
মায়া-মরীচিকা করে বিদ্রুপ!
গুটিয়ে যাই নিজের ভেতর লজ্জায়!

আজ কতদিন তোমাকে দেখি না আমি, কতদিন কফির পেয়ালা হাতে
নিষেধের তর্জনি দেখে করুণ মিনতিতে বলি না—
'প্লিজ, এইটুকু শেষ, আজ আর হবে না আরো এক কাপ!'
আমার কথা শুনে মৃদু হাসিতে তোমার অলক্ষ্যে চলে যাওয়া
দেখি না আমি—কতদিন তোমার আঁচলে হাত মুছে দিয়ে
ক্ষেপাতে পারি না তোমাকে!

কতদিন, কতটা বছর শেষে আজ এইসব স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত
তোমাকে খুঁজে ফিরি এখানে-ওখানে—
বুক ভেদ করে হাহাকার ওঠে—কোথায়, কোথায়–
কোথায় তুমি—কোথায়, কোনখানে?

বাসস, পুরানা পল্টন, ঢাকা
২২ মার্চ, ২০১৯

তখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি

রাত্রি শেষে পাখির কণ্ঠে বিলাপ, আর—
ঝরা শেফালির আর্তনাদ শুনি,
দুয়ারে তোমার দাঁড়িয়ে বুভুক্ষু পথিক
তখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি!

তখনও তোমার দুই চোখে গত রাতের সুখ-স্বপ্ন দোলে
তুমি হেসে ওঠো আপন খেয়ালে,
আমি তখনও তোমার প্রতীক্ষায়
ভৈরবীতে আলাপ শুনি,
হে মায়াবিনী, তখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি!

দাঁড়ায়ে রয়েছি ভিখারি তোমার দুয়ারে
জনম জনম ধরে,
আজ এতদিন পর তুমি তারে কোন অছিলায়
ফেরাবে কেমন করে?
কেমন করে কণ্ঠ থেকে কেড়ে নেবে গান,
কেমন করে মুছে দেবে শত প্রেম শত অভিমান,
তোমার কাছে বার বার আজও হার মানি—
ওগো মায়াবিনী।

অর্ধেক জীবন যার কেটে গেছে অবহেলায়-অনাদরে
আজ এতদিন পরে
কী করে ঠেলে দেবে তারে দূরে বহু দূরে?
কেমন করে বাকি জীবন ভুলে রবে সেই প্রিয়মুখ
এতদিনেও ভুলতে পারোনি যারে!
শতবার বলা হয়েছে যেসব পুরনো কথা
আজ বাতাসে সেসবের ক্রন্দন শুনি
ওগো মনহারিনী–
আজও তোমার ঘুম টুটেনি!

মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২৭ মার্চ, ২০১৭